রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী
ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-২

প্রকা/ঋণওঅবি-২/সার্কুলার নং- ০১/২০১৮ তারিখ : ২২.০৪.২০১৮

প্রকল্প পরিচালক, রাকাব-এসইসিপি
সকল জোনাল ব্যবস্থাপক
ব্যবস্থাপক, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, রাজশাহী
সকল শাখা ব্যবস্থাপক
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

বিষয়: রাকাব-এসইসিপি প্রকল্পের সুদ মওকুফ নীতিমালা।

রাকাব-স্মল এন্টারপ্রাইজ ক্রেডিট প্রোগ্রাম (রাকাব-এসইসিপি) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও আয় উৎসারী কর্মকান্ড সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে ২০০৩ সাল হতে ঋণ সহায়তা প্রদান করে আসছে। প্রকল্পের দীর্ঘদিনের মন্দ ও ক্ষতি হিসেবে শ্রেণীকৃত ঋণ আদায় ত্বরান্বিত করা তথা প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত ঋণগ্রহীতাদের প্রতিকূল অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে প্রকল্প থেকে বিতরণকৃত ঋণের সুদ মওকুফ বা ঋণ অবসায়নের কোন নীতিমালা নাই। ফলে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত ঋণগ্রহীতাদের কোন সুদ মওকুফ সহায়তা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না।

০২। এ অবস্থায় রাকাব-এসএমই ফাইন্যান্সিং কোম্পানী লিমিটেড এর পরিচালনা পর্ষদের ১৭তম সভায় (২৬.০২.২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত) রাকাব-এসইসিপি প্রকল্পের সুদ মওকুফ নীতিমালা অনুমোদন করা হয়। পর্ষদ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সুদ মওকুফ নীতিমালাটি রাকাব পরিচালনা পর্ষদের চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হলে ১৪.০৩.২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ৪৭৩ তম সভায় তা অনুমোদিত হয়।

০৩। এমতপ্রেক্ষিতে ক্ষতিগ্রস্ত ঋণগ্রহীতাদের সুদ মওকুফ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত সুদ মওকুফ নির্দেশনার আলোকে রাকাব-এসইসিপি প্রকল্পের সুদ মওকুফ নীতিমালা নিম্নোক্তভাবে জারী করা হলো।

০৪। অর্থ মন্ত্রণালয় হতে জারীকৃত সুদ মওকুফ নির্দেশনা নিম্নরুপ :

(ক) অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, ব্যাংকিং অনুবিভাগ, প্রশাসন শাখা-১ হতে জারীকৃত ২৯.০৬.২০০৬ তারিখের অম/অবি/ব্যাংকিং/শাখা-১/বিবিধ-১০/২০০১-২০৭ নম্বর পত্রের মাধ্যমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে:
   (১) আরোপিত সুদ মওকুফের ক্ষেত্রে Cost of fund recovery নিশ্চিত করে এবং ব্যাংকের Income account debit না করেই তা বিবেচনা করতে হবে;
   (২) সকল দায়দেনা পরিশোধ করে ব্যাংকের ঋণ হিসাব অবসায়ন (Close) করার ক্ষেত্রে প্রতিটি কেস মেরিট ভিত্তিতে ব্যাংক/পর্ষদ বিবেচনা করবে, তবে Cost of fund recovery নিশ্চিত করেই সুদ মওকুফের সুবিধা দিতে হবে;
   (৩) অনারোপিত সুদ মওকুফের ক্ষেত্রে ব্যাংক/পর্ষদ প্রতিটি কেইসের যথার্থতা (Merit) বিবেচনাক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

(খ) অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, ব্যাংকিং অনুবিভাগ, প্রশাসন শাখা-১ হতে জারীকৃত ১৩.১১.২০০৬ তারিখের অম/অবি/ব্যাংকিং/শাখা-১/বিধি-১০/২০০১-৩৬২ নম্বর পত্রের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের উল্লেখিত ২৯.০৬.২০০৬ তারিখের ১ ও ২ নম্বর অনুচ্ছেদে প্রদত্ত শর্ত দু'টি শিথিলকরণ বিষয়ে নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে :

   "কেবলমাত্র ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকা বা তার চেয়ে কম ঋণগ্রহীতাদের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার মৃত্যু, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মড়ক, নদী ভাঙ্গন বা এ ধরণের দুর্দশার কারণে প্রতিটি কেসের যথার্থতা (Merit) বিবেচনা করে ব্যাংক/পর্ষদ এ নীতিমালার শর্তাবলী শিথিল করার বিষয়ে বিবেচনা করতে পারে।"

(গ) তাছাড়া, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ, ব্যাংকিং অনুবিভাগ, প্রশাসন শাখা-১, এর ১২.০২.২০০৮ তারিখের অম/অবি/ব্যাংকিং/প্রশা-১/বিবিধ-১০/২০০১(অংশ-১)/৬৭ নম্বর পত্রমূলে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে Cost of fund recovery এর বিষয়ে শর্ত শিথিল করা যেতে পারে মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে:
   ১) বিক্রিত ও বন্ধ প্রকল্পের ক্ষেত্রে এবং অবলোপনকৃত প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে (অবলোপনকৃত প্রকল্পের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিদ্যমান নীতিমালার সকল শর্ত পূরণ সাপেক্ষে);
   ২) ঋণের জামানত, সহ-জামানত, প্রকল্প সম্পত্তি এবং প্রকল্প উদ্যোক্তাগণের ব্যক্তিগত সম্পদ বিক্রয় হতেও Cost of fund পূরণ করা না গেলে;
   ৩) (ক) যদি পাওনা আদায়ের সকল আইনগত ব্যবস্থাসহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের পরও পাওনা আদায় করা না যায়;

(খ) অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৪৭(১) ধারা অনুযায়ী কোন ঋণগ্রহীতার উপর দায় এমনভাবে আরোপ করা যাবে না, যাতে আদালতে উত্থাপিত সমুদয় দাবী আসল ঋণ অপেক্ষা ২০০% (১০০+২০০=৩০০) এর অধিক হয়। এ আইনের আলোকে ব্যাংক কর্তৃক যে সকল ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে আসল ঋনের তিনগুণ আদায় হয়েছে কিন্তু তারপরও ঋণস্থিতি (Loan outstanding) রয়ে গেছে সে সকল ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে;

৪) Distressed case অর্থাৎ ঋণগ্রহীতার মৃত্যু, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মড়ক, নদী ভাঙ্গন বা দুর্দশাজনিত কারণে ১০.০০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণগ্রহীতাদের ক্ষেত্রে Cost of fund recovery সংক্রান্ত শর্ত শিথিলের বিষয়ে প্রতিটি Case এর Merit বিবেচনা করে Case to Case ভিত্তিতে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

০৫। **এমতাবস্থায়, ঋণগ্রহীতা কর্তৃক সুদ মওকুফ আবেদনের তারিখ হতে ০৫ (পাঁচ) বছর বা তৎপূর্বে মন্দ ও ক্ষতি হিসেবে শ্রেণীকৃত ঋণের সুদ মওকুফ সুবিধা অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত উল্লেখিত সুদ মওকুফ নীতিমালার মূল শর্তাবলী পরিপালন সাপেক্ষে বিবেচনাযোগ্য হবে।**

০৬। **সুদ মওকুফের সর্বোচ্চ সীমা ও অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ:**

সকল সুদ মওকুফ প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রজেক্ট অফিসের (ইউপিও) সুদ মওকুফ কমিটির সুপারিশসহ ডিস্ট্রিক্ট প্রজেক্ট অফিসে (ডিপিও) প্রেরিত হবে। সুদ মওকুফ কমিটির সুপারিশসহ ডিপিও সুদ মওকুফ প্রস্তাব সেন্ট্রাল প্রজেক্ট অফিসে (সিপিও) প্রেরণ করবে। সুদ মওকুফ কমিটির সুপারিশসহ সিপিও উক্ত সুদ মওকুফ প্রস্তাব রাকাব এসএমই ফাইন্যান্সিং কোম্পানি লিমিটেড এর পরিচালনা পর্ষদের সভায় উপস্থাপন করবে। পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক সুদ মওকুফ প্রস্তাব অনুমোদনের পর সিপিও এতদসংক্রান্ত সুদ মওকুফের সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট ইউপিও ও ডিপিও অফিসে প্রেরণ করবে।

০৭। **সুদ মওকুফ কমিটি :**

শাখা, ডিস্ট্রিক্ট প্রজেক্ট অফিস এবং সেন্ট্রাল প্রজেক্ট অফিসে একটি করে সুদ মওকুফ কমিটি থাকবে যার গঠন কাঠামো হবে নিম্নরূপ:

(ক) সেন্ট্রাল প্রজেক্ট অফিস (সিপিও) সুদ মওকুফ কমিটি:

১	প্রজেক্ট ডাইরেক্টর	সভাপতি
২	একাউন্টস এন্ড ফাইন্যান্স অফিসার	সদস্য
৩	এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসার/লজিষ্টিক অফিসার	সদস্য
৪	মনিটরিং এনালিষ্ট	সদস্য-সচিব

(খ) ডিস্ট্রিক্ট প্রজেক্ট অফিস (ডিপিও) সুদ মওকুফ কমিটি:

১	ডেপুটি প্রজেক্ট ডাইরেক্টর	সভাপতি
২	ইন্টারন্যাল অডিট অফিসার	সদস্য
৩	প্রোগ্রাম অফিসার	সদস্য-সচিব

(গ) উপজেলা প্রজেক্ট অফিস (ইউপিও) সুদ মওকুফ কমিটি:

১	রাকাবের সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক	সভাপতি
২	রাকাবের সংশ্লিষ্ট শাখার ২য় কর্মকর্তা	সদস্য
৩	এসইসিপি কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

সভাপতিসহ দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সুদ মওকুফ কমিটির সভা আয়োজন করা যাবে।

০৮। সুদ মওকুফ প্রস্তাব বিবেচনাকালে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী অনুসরণ ও পরিপালন করতে হবে:

(১) ঋণগ্রহীতার আবেদনের প্রেক্ষিতে মাঠ পর্যায়ের তদন্তে তার আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট ও সন্দেহাতীতভাবে যৌক্তিক বিবেচিত হলে সুদ মওকুফের প্রস্তাব বিবেচনাযোগ্য হবে। ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে সুদ মওকুফের আবেদন প্রাপ্তির ০২ (দুই) মাসের মধ্যে সুদ মওকুফের প্রস্তাব যথাযথ কর্তৃপক্ষসমূহের মাধ্যমে পরিচালনা পর্ষদে প্রেরণ করতে হবে। সুদ মওকুফ প্রস্তাবের জন্য তথ্যশীট (ছক-'ক') ব্যবহার করতে হবে।

চলমান পাতা -০৩

(২) ঋণটি কেন মন্দ হিসেবে শ্রেণীকৃত হয়ে পড়েছে তা সরেজমিনে সতর্কতার সাথে তদন্ত করে প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে। এরূপ তদন্তকালে যদি প্রতীয়মান হয় যে, ঋণগ্রহীতা স্বভাবগতভাবে ঋণখেলাপী, সেক্ষেত্রে সুদ মওকুফ প্রস্তাব বিবেচনা না করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৩) ঋণের অর্থে অর্জিত সম্পত্তি বিনষ্ট হলে বা নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে ব্যবসায়িক ক্ষতি হলে বা ঋণে স্থাপিত যন্ত্রপাতি অকেজো এবং মেরামতের অযোগ্য হলে বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ঋণগ্রহীতা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হলে অথবা ঋণগ্রহীতা যে কোন কারণে সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়লে বা ঋণগ্রহীতা নাবালক উত্তরাধিকারী রেখে মারা গেলে এবং উত্তরাধিকারী/ উত্তরাধিকারীগণ ঋণ পরিশোধে অক্ষম হলে সুদ মওকুফ প্রস্তাব বিবেচনা করা যাবে।

(৪) ঋণগ্রহীতা কর্তৃক ব্যাংকের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রীট পিটিশন প্রত্যাহার অন্তে সুদ মওকুফ প্রস্তাব বিবেচনা করা যাবে।

(৫) ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ঋণ হিসাবের সুদ মওকুফ প্রস্তাব বিবেচনার পূর্বে অনাদায়ী ঋণের টাকা আদায়ের লক্ষ্যে ঋণের বিপরীতে প্রদত্ত জামানতি সম্পত্তি অর্থঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর ১২ ধারা মোতাবেক বিক্রয়ের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ব্যাংক কর্তৃক জামানতি সম্পত্তি বিক্রয় করতে ব্যর্থ হলে সেক্ষেত্রে উপযুক্ত আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করতে হবে।

(৬) বন্ধকী সম্পত্তি নদীগর্ভে বিলীন হলে শাখা ব্যবস্থাপক সরেজমিন তদন্ত করে সুদ মওকুফ প্রস্তাবের সাথে এতদবিষয়ক প্রত্যয়নপত্র সংযুক্ত করবেন।

(৭) কৃষিভিত্তিক প্রকল্পের (পোল্ট্রি, ডেইরী, মৎস্য ইত্যাদি) সুদ মওকুফের যৌক্তিকতা হিসেবে মুরগী/গাভীর মড়ক, নিম্নমানের বাচ্চার কারণে প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত, ডিমের মূল্য কমে যাওয়া, মাছের মড়ক ইত্যাদির কারণে প্রকল্প/ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হলে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলার প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা/মৎস্য কর্মকর্তা/Technical Person এর মতামত/প্রত্যয়নপত্র এবং প্রকল্প রুগ্ন/বন্ধ হলে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রত্যয়নপত্র সুদ মওকুফ প্রস্তাবের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

(৮) মওকুফ অবশিষ্ট পাওনা পরিশোধের সময়সীমা অনধিক ৩(তিন) মাস নির্ধারণ করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে মওকুফ সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে।

(৯) ঋণগ্রহীতার/ঋণগ্রহীতাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে রাকাব-এসএমই ফাইন্যান্সিং কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক গৃহিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সুদ মওকুফের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ মেনে নিয়ে মওকুফ উত্তর পাওনা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধে সম্মত আছেন মর্মে অঙ্গীকারপত্র সুদ মওকুফ প্রস্তাবের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

(১০) অর্থঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর ধারা ২২ এর মধ্যস্থতা সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে মামলাকৃত কোন ঋণ হিসাবে দাবীকৃত সম্পূর্ণ টাকা বা দাবীর কম টাকা আদায় হলে ঋণের অবশিষ্ট স্থিতি অবসায়ন/সুদ মওকুফের নিমিত্ত পর্ষদ সভার অনুমোদন/অবহিতকরণের লক্ষ্যে তথ্যসহ (ছক-'গ') প্রস্তাব সেন্ট্রাল প্রজেক্ট অফিসে প্রেরণ করতে হবে।

(১১) কষ্ট অব ফান্ড হিসাবায়নের ক্ষেত্রে :

(ক) ঋণ বিতরণের তারিখ হতে SMA পর্যন্ত সাধারণ সুদ হার প্রযোজ্য হবে।

(খ) SS হওয়ার পর হতে প্রস্তাব প্রেরণ পর্যন্ত সময়কালের জন্য রাকাবের সর্বশেষ কষ্ট অব ফান্ড হার প্রযোজ্য হবে।

(গ) কষ্ট অব ফান্ড সরল সুদ হারে নির্ণয় করতে হবে।

(১২) ডাউন পেমেন্ট জমা ব্যতিরেকে কোন সুদ মওকুফ প্রস্তাব বিবেচনা করা যাবে না। সুদ মওকুফ আবেদনের তারিখ হতে পূর্ববর্তী তিন মাস সময়ের মধ্যে আদায়কে ডাউন পেমেন্ট হিসেবে গণ্য করা যাবে। নিম্নোক্ত হারে ডাউন পেমেন্ট আদায় করতে হবে:

(ক) সকল প্রকার মেয়াদী ঋণ এবং স্বল্প মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে ডাউন পেমেন্টের হার:

১) মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির অন্যূন ১৫% অথবা মোট বকেয়ার ১০%, এ দু'য়ের মধ্যে যা কম, নগদে পরিশোধের পরই ১ম বার আবেদন বিবেচনাযোগ্য হবে;

২) মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির অন্যূন ৩০% অথবা মোট বকেয়ার ২০%, এ দু'য়ের মধ্যে যা কম, নগদে পরিশোধের পরই ২য় বার আবেদন বিবেচনাযোগ্য হবে;

৩) মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির অন্যূন ৫০% অথবা মোট বকেয়ার ৩০%, এ দু'য়ের মধ্যে যা কম, নগদে পরিশোধের পরই ৩য় বার আবেদন বিবেচনাযোগ্য হবে।

চলমান পাতা -০৪

(খ) চলমান ঋণের ক্ষেত্রে ডাউন পেমেন্টের হার :

১) ১.০০ কোটি টাকা পর্যন্ত মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের ক্ষেত্রে ১৫% ডাউন পেমেন্ট নগদে পরিশোধের পরই আবেদন বিবেচনাযোগ্য হবে;

২) কোন তলবী বা চলমান ঋণ মেয়াদী ঋণে পুনর্গঠন/রূপান্তর করা হলে সেক্ষেত্রে মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির অন্যূন ৩০% অথবা মোট বকেয়ার ২০%, এ দু'য়ের মধ্যে যা কম, নগদে পরিশোধের পরই আবেদন বিবেচনাযোগ্য হবে;

৩) পরবর্তীতে এ ধরনের ঋণের সুদ মওকুফের আবেদন বিবেচনার ক্ষেত্রে মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির অন্যূন ৫০% অথবা মোট বকেয়ার ৩০%, এ দু'য়ের মধ্যে যা কম, নগদে পরিশোধের পরই আবেদন বিবেচনাযোগ্য হবে।

(১৩) আয় খাত ডেবিট করে সুদ মওকুফ নিরুৎসাহিত করতে হবে। মওকুফকৃত টাকা এসইসিপি ও ব্যাংকের খরচ বিধায় মুনাফার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সুদ মওকুফের প্রস্তাব করতে হবে;

(১৪) সুদ মওকুফ কার্যকর করার লক্ষ্যে কোন অবস্থাতেই আদায়কৃত টাকা ফেরত দেয়া যাবে না।

(১৫) মূল ঋণ, মামলা ও অন্যান্য খরচ কোন অবস্থাতেই মওকুফযোগ্য নয়।

০৯। সুদ মওকুফ সিদ্ধান্ত কার্যকরকালে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি অনুসরণ করতে হবে:

(১) শাখা কর্তৃক সুদ মওকুফ প্রস্তাব কার্যকর করার পূর্বে ঋণ হিসাবের সঠিকতা পুনঃযাচাই করে দেখতে হবে। সুদ মওকুফের পরিমাণ ৫০,০০০/- টাকার উর্ধ্বে হলে ইন্টারন্যাল অডিট অফিসার কর্তৃক ঋণ হিসাবায়নের সঠিকতা যাচাই সাপেক্ষে মওকুফ আদেশ কার্যকর করতে হবে। **শাখা কর্তৃক সুদ মওকুফ ভাউচার পাস করার পর নীট মওকুফকৃত টাকার ডেবিট এ্যাডভাইস (রাকাবের অংশের জন্য রাকাব, প্রধান কার্যালয় এবং এসইসিপি অংশের জন্য রাকাব,এলপিও এসএনডি হিসাব নং-৫১ এর অনুকূলে ইস্যুপূর্বক উভয় এ্যাডভাইস এসইসিপি ডিস্ট্রিক্ট প্রজেক্ট অফিসের মাধ্যমে সেন্ট্রাল প্রজেক্ট অফিস,রাজশাহীতে) প্রেরণ করতে হবে।**

(২) মামলা দায়েরকৃত কোন ঋণ হিসাব সুদ মওকুফের আওতায় নিষ্পত্তি হলে তাৎক্ষণিকভাবে মামলা নিষ্পত্তি/প্রত্যাহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৩) সুদ মওকুফের আদেশপত্রে বর্ণিত সময়ের মধ্যে ঋণগ্রহীতা মওকুফের অবশিষ্ট পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে মওকুফ সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং ঋণের টাকা আদায়কল্পে মামলার কার্যক্রম যথারীতি অব্যাহত রাখতে হবে।

(৪) ইন্টারন্যাল অডিট অফিসারগণ নিরীক্ষাকালে শাখা কর্তৃক মওকুফকৃত সুদের তথ্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে কি না তা যাচাই করবেন।

(৫) শাখা ব্যবস্থাপকগণ সুদ মওকুফ আদেশ/মঞ্জুরিপত্রের একটি কপি সংশ্লিষ্ট ভাউচারে এবং অপর একটি কপি আলাদা ফাইলে সংরক্ষণ করবেন।

১০। এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে। এ বিষয়ে কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-২ এর সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

আপনার বিশ্বস্ত

22/8/2018

(জগন্নাথ ঘোষ)
উপ-মহাব্যবস্থাপক
(অতিরিক্ত দায়িত্ব)

চলমান পাতা -০৫

বিষয়: রাকাব-এসইসিপি প্রকল্পের সুদ মওকুফ নীতিমালা ।

প্রকা/ঋণওঅবি-২(৫৪)/২০১৭-২০১৮/৪৩১(৩৯৭)/৫৪ তারিখ: ২২.০৪.২০১৮

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হলো:

০১। স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৪। মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের ষ্টাফ অফিসার, রাকাব, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী / রংপুর ।
০৫। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/সচিব/বিভাগীয় প্রধান, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৬। অধ্যক্ষ, রাকাব, প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাজশাহী।
০৭। বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, রাকাব, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, রাজশাহী/রংপুর।
০৮। উপ-মহাব্যবস্থাপক, রাকাব, ঢাকা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা।
০৯। সকল জোনাল নিরীক্ষা কর্মকর্তা (বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়ের মাধ্যমে), রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ।
১০। জনসংযোগ কর্মকর্তা, জনসংযোগ সেল, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
১১। অফিস নথি/মহানথি।

২২.০৪.২০১৮

(শামীমা ফেরদৌস শিমুল)
উর্ধতন মুখ্য কর্মকর্তা